প্রিন্সিপালস
অন দি চয়েস অফ ল
ইন
ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল কনট্র্যাকস

(১৯ মার্চ ২০১৫ অনুমোদিত)

দি হেগ কনফেরেন্স অন প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ল
পার্মানেন্ট ব্যুরো
নেদারল্যান্ড

অনুবাদঃ আল আসাদ মোঃ মাহফুজুল ইসলাম

প্রস্তাবনা

১। ইহা আন্তর্জাতিক কমার্শিয়াল কন্ট্রাক্ট এর ক্ষেত্রে আইন নির্ধারণের জন্য সাধারণ নীতিমালা হিসাবে বিবেচিত হবে ।

২। ইহা জাতিয়, আঞ্চলিক, বহু জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি মডেল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

৩। ইহা প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ল এর ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা, পরিপূরক অথবা আইনানুগ নিয়ম প্রণয়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

৪। ইহা বিচারিক আদালতে এবং বিচারিক ত্রিবুনালে প্রয়োগ যোগ্য ।

আর্টিকেল ১
নীতিমালার সুযোগ

১। যখন কোন পক্ষ বা পার্টি তাঁর ব্যাবসা বা পেশা কালিন আন্তর্জাতিক কমার্শিয়াল কন্ট্রাক্ট এর ক্ষেত্রে আইন নির্ধারণের প্রয়োজনবোধ করে, তখন এই নিতিমালা প্রয়োগ কর যাইবে, ইহা চাকুরি বা ভোক্তা সক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োগ যোগ্য নহে।

২। এই নীতিমালার উদ্দেশে চুক্তি বলিতে বুজাইবে যে, একটি চুক্তি তখনই আন্তর্জাতিক যখন প্রত্যেক পক্ষ এর অবকাঠামো বা স্থাপনা বা এসটাবিলিসমেনট একই রাষ্ট্রে থাকবে এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও অনন্য বিষয়াদি ওই রাষ্ট্রই থাকবে, আইন নির্ধারণের ক্ষেত্রে যাহাই থাকুক।

৩। এই নীতিমালায় নিম্নের আইনানুগ বিষয়ে বিবেচ্য হইবেনাঃ

(ক) ব্যাক্তি মানুষের উপযুক্ততা ;

(খ) সালিশি চুক্তি এবং আদালত নির্ধারণের চুক্তি;

(গ) কোম্পানি অথবা অনন্য সমবায়িক সংস্থা এবং ট্রাস্ট;

(ঘ) অক্ষমতা;

(ঙ) চুক্তির স্বতঃধিকার

(চ) কোন এজেন্ট কতৃক তৃতীয় কোন পক্ষ কে নীতিমালার আওতায় আনা যাবে কিনা

আর্টিকেল ২
আইন মনোনয়নের এর স্বাধীনতা বা ফ্রীডম অফ চয়েস

১। উপযুক্ত পক্ষ বা পার্টি কর্তৃক চুক্তির আইন নির্ধারণ ।

২। উপযুক্ত পক্ষ বা পার্টি বাছাই করতে পারে-

(ক) পুরো চুক্তির ক্ষেত্রে বা আংশিক চুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ যোগ্য আইন; এবং

(খ) চুক্তির বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন আইন।

৩। প্রয়োগ যোগ্য আইনের বাছাই অথবা পুনঃনির্ধারণ যে কোন সময় করা যেতে পারে। চুক্তির পরে আইনের বাছাই অথবা পুনঃনির্ধারণ, কোন ক্রমেই এর প্রায়গিক উপযোগিতা অথবা তৃতীয় পক্ষের অধিকার ব্যাহত করবেনা ।

৪। উপযুক্ত আইন নির্ধারণের সাথে পক্ষ সমুহের বাণিজ্যিক লেনদেনের কোন সম্পর্ক নাই ।

আর্টিকেল ৩

আইনের বিধি বা রুলস অফ ল

পক্ষ সমুহ কতৃক মনোনীত আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত বিধিমালা সাধারানত আন্তর্জাতিক, বহুজাতিক অথবা আঞ্চলিক পর্যায়ে নিরপেক্ষ ও সুষম বিধিমালা হিসাবে বিবচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত না ল অফ ফোরাম অন্য কোন কিছু আরোপ করে থাকে।

আর্টিকেল ৪

ব্যক্ত ও সুপ্ত মনোনয়ন বা এক্সপ্রেস এন্ড টেসিট চয়েস

আইনের মনোনয়ন অথবা মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোন পরিমাজন, যাহাই হোক না কেন, তা সুস্পষ্ট ভাবে চুক্তিনামায় উল্লেখ করতে হবে। সালিশ মীমাংসার জন্য পক্ষ সমূহের সম্মতিপত্রে কোর্ট বা ত্রিবুনালের অধিক্ষেত্র অর্পণের ক্ষমতা থাকলেও, আইনের মনোনয়ন আর সম্মতিপত্রে উল্লেখ সমান কথা নয়।

আর্টিকেল ৫

আইন মনোনয়নের যুক্তিসিদ্ধ বৈধতা

আইন মনোনয়নের জন্য পার্টি বা পক্ষসমূহের সম্মতি বাতিরিকে অন্যকোন কিছুর প্রয়োজন নাই।

আর্টিকেল ৬

আইন মনোনয়নের সম্মতি এবং বিভিন্ন ফরমস

১। অন্নুছেদ ২ এর উপর নির্ভরশীল–

(ক) যখন পথসমুহ আইন মনোনয়নের বিষয়ে কোন সম্মতিতে পৌছে, তখন তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আইন কতৃক সম্মতিতে পৌছে;

(খ) যদি পক্ষ সমূহ মানসম্মত পরিভাষায় দুটি ভিন্ন আইন ব্যবহার করে করে, এবং উভয় আইনে একি মানসম্মত পরিভাষা থাকে, তবে যে আইনে উক্ত পরিভাষা আছে, তাহাই প্রয়োগ হইবে, অথবা যদি কোন একটি আইনে উক্ত পরিভাষা না থাকে,সক্ষেত্রে আইনের কোন মনোনয়ন হইবেনা।

২। যে রাষ্ট্রে কোন পক্ষের বাণিজ্যিক স্থাপনা বা আছে, সেই রাষ্ট্রের আইন কতৃক পক্ষ সমুহের আইন মনোনয়নের বিষয়ে সিধান্ত হইবে, তবে অনুছেদ–১ এর আলোকে উক্ত সিধান্ত যুক্তিসংগত হইবে না।

আর্টিকেল ৭

নীতিমালার প্রাধান্য বা সেভিরাবিলিটি

শুধুমাত্র চুক্তিনামার বৈধতার প্রশ্নে আইনের মনোনয়ন বাতিল হইবেনা।

আর্টিকেল ৮

রেনভয় মতবাদের অব্যাহতি

পথসমুহের বা পার্টি কতৃক মনোনীত আইনের বাছাই বা চয়েস প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল ল এর বিধি সমূহকে বিবিচনা করেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না পক্ষ সমূহ অন্য কিছু প্রনয়ন করে।

আর্টিকেল ৯

মনোনীত আইনের কর্ম পরিধি

১। পক্ষ সমূহ কর্তৃক চূড়ান্ত ভাবে মনোনীত আইন, পক্ষ সমূহের মধ্যে গৃহীত চুক্তিনামার সব বিষয়ে কার্যকর থাকবে, এমন কি নিম্ন বিষয়ে-

(ক)ব্যাখ্যাদান ;

(খ) চুক্তিনামা কতৃক অর্পিত দায় ও দায়িত্ব;

(গ) অসম্পাদনের ফলাফল ও পরিনামসহ ক্ষতির মূল্যায়ন;

(ঘ) দায়, পরামর্শ এবং সময়ের সীমাবধতার ব্যাপারে বিভিন্ন উপায়ের নির্গমন;

(ঙ) চুক্তিনামার অবৈধতার প্রশ্নে বৈধতা এবং তার কার্যকারিতা;

(চ) প্রমাণের দায় এবং আইনি অনুমিতি সমূহ;

(ছ) প্রাক চুক্তিনামা দায়।

২। অনুচ্ছেদ ১(ঙ) কার্যকরী আইন যা আনুষ্ঠানিক বৈধ চুক্তির বিষয়ে সমর্থন দেয়, তা নিবারন করে।

আর্টিকেল ১০

সঃত্বনিয়োগ বা এসাইনমেনট

চুক্তিনামার **সঃত্বনিয়োগ** বা কন্ত্রাকচুয়াল এসাইনমেনট এ যদি ঋণগ্রহিতার বা ডেবটর কাছ থেকে ঋণদাতার বা ক্রেডিটর চুক্তিনামার আওতায় অধিকারের প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয়-

(ক) কন্ত্রাক অফ এসাইনমেনট এর পক্ষ সমূহ যে আইন মনোনীত করবে সেই আইনের মাধ্যমে ঋণ দাতা এবং ঋণ গ্রহিতার মধ্যে পারস্পারিক দায়-দায়িত্ব বর্তাবে।

(খ) চুক্তির পক্ষ সমূহ ঋণ দাতা ও ঋণ গ্রহিতা চুক্তিনামার জন্য যে আইন মনোনীত করবে, তা নির্ধারণ করবে যে,

১। এই এসাইনমেনট ঋণ গ্রহিতাকে সহায়তা করে কিনা;

২। ঋণ দাতার বিপরীতে প্রতিনিধির অধিকার সংরক্ষন করে কিনা;

৩। ঋণ দাতার দায় মুক্তি দেয় কিনা।

আর্টিকেল ১১

বাধ্যতামূলক পালনীয় বিধি ও জননীতি

১। পক্ষ সমূহ কতৃক মনোনীত আইনে যাহাই থাকুক না কেন এই বিধিমালা বাধ্যতামূলক পালনীয় বিধির প্রয়োগে কোন আদালত কে নিবৃত করতে পারবেনা।

২। ল অফ দা ফোরামই নির্ধারণ করবে কখন অন্য আইনের বাধ্যতামূলক পালনীয় বিধি আদালত করতে পারবে বা অবশ্য প্রয়োগ করবে।

৩। পক্ষ সমূহ কতৃক মনোনীত আইনে ফোরামের মৌলিক জননীতির সাথে সাংঘর্সিক বিষয়ে এর কত টুকু প্রয়োগ করা যাবে বা কত টুকু বাদ দেয়া যাবে তা আদালত সিধান্ত নিবে;

৪। ল অফ দা ফোরামই নির্ধারণ করবে,কোন মনোনীত আইনের অনুপস্থিতে , কখন আদালত কোন রাষ্ট্রের মৌলিক জননীতি প্রয়োগ করবে বা অবশ্য প্রয়োগ যোগ্য;

৫। পক্ষ সমূহ কতৃক মনোনীত আইনে যাহাই থাকুক না কেন এই বিধিমালা বাধ্যতামূলক পালনীয় বিধির প্রয়োগে কিংবা কোন রাষ্ট্রের জন নীতি প্রয়োগে কোন ত্রিবুনাল কে নিবৃত করতে পারবেনা, যদি উক্ত ত্রিবুনাল তা মনে করে।

আর্টিকেল ১২

সংস্থাপন

যদি কোন পক্ষের একাধিক অবকাঠামো, স্থাপনা বা এসটাবিলিসমেনট থাকে তবে চুক্তিনামা সম্পাদনকালীন যে স্থাপনা সম্পর্কিত এই বিধিমালার নিমিত্তে তাহাই গ্রহণ যোগ্য হইবে।